আমাদের সময়

তারিখ ... ১4 AUG 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ......

২৬ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বিন্দু তালুকদার, সুনামগঞ্জ ●

ঢাকা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ভুলের কারণে এইচএসসির ২৬ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরীক্ষার বিষয় ও কোডের সঙ্গে গরমিল থাকায় একাধিক বিষয়ে ফেল করেছে ২৬ জন শিক্ষার্থী। এ ভুলটি ধরা পড়েছে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাজেরা মুসলিম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চলতি এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে।

এ ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। হাজেরা মুসলিম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীর বাবলু জানিয়েছেন, বিষয়টি ধরার পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কলেজ থেকে বুধবার শিক্ষা বোর্ডে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডের ভুল

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাজেরা মুসলিম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ১৭ জন। অকৃতকার্য হয় ৩৬ জন। পরে ২৬ জন শিক্ষার্থীর নম্বরপত্রে পরীক্ষার বিষয়ের সঙ্গে কোড নম্বরের গরমিলের বিষয়টি ধরা পড়ে। ওই ২৬ জনের মধ্যে অধিকাংশেরই ইংরেজি, বিজনেজ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব মার্কেটিং বিষয়ে সঙ্গে কোনো নম্বর অমিল থাকায় অকৃতকার্য বলে গণ্য করা হয়েছে। ইংরেজির বিষয় কোড ১৮১২-এর পরিবর্তে নম্বরপত্রে লেখা হয়েছে ১৮৩২, একইভাবে বিজনেজ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয় কোড ১৮১৭- এর পরিবর্তে নম্বরপত্রে লেখা হয়েছে ১৮৩৭ ও প্রিন্সিপল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব মার্কেটিং বিষয় কোড ১৮১৮-এর পরিবর্তে নম্বরপত্রে লেখা হয়েছে ১৮৩৮। এসব কারণে ২৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল করেছে। এ ছাড়া কলেজের অধ্যক্ষের আশঙ্কা যারা পরীক্ষায় পাস করেছে তাদেরও একই ধরনের বিষয় কোডের ভুল হতে পারে।

হাজেরা মুসলিম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী সুমি আক্তারের বড় ভাই বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের ছাতারকোনা গ্রামের বাসিন্দা শাহ আলম বলেন, 'শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে আজ আমার ছোট বোনসহ ২৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের পথে।

হাজেরা মুসলিম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীর বাবলু বলেন, 'এ ধরনের ভুল আর কোনো বছর ধরা পড়েনি। এই প্রথম ধরা পড়েছে। ভুলটি শিক্ষা বোর্ডের লোকজন করেছেন। ২৬ জন শিক্ষার্থীর নম্বরপত্রে বিষয়ের সঙ্গে কোড নম্বরের গরমিল ধরা পড়েছে। শিক্ষা বোর্ডে আমাদের কথা হয়েছে। বুধবার আমরা সব শিক্ষার্থীর পক্ষে অনলাইনে চ্যালেঞ্জ করেছি। চ্যালেঞ্জের সব কাগজপত্র নিয়ে আমরা শিক্ষা বোর্ডে সরাসরি যাব। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব এই ভুলের একটা সমাধান হোক।